সংবাদ

তারিখ 25-NOV-1985
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

005

সংবাদ

ঢাকা : রোববার, ৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৯২

শিক্ষা-ঋণ প্রকল্প

সম্প্রতি রাজশাহীতে বিকল্প কর্মসূচীর ছাত্র-বৃন্দের আয়োজিত একটি চা চক্রে দেশের কয়েক-জন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ বেকার শিক্ষিত তরুণদের জন্য প্রবর্তিত বিকল্প কর্মসূচীটির প্রয়োজনীয়তার কথা যেমন উল্লেখ করেছেন, তেমনি মেধাবী কিন্তু অভাবগ্রস্ত শিক্ষার্থীদের জন্য জাতীয় ব্যাংকসমূহের উদ্যোগে শিক্ষা-ঋণ প্রকল্প প্রবর্তনের প্রয়োজনের ওপরও জোর প্রদান করেছেন। শিক্ষাবিদদের এই প্রস্তাবটিকে আমরা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং বিবেচনাযোগ্য প্রস্তাব বলে মনে করি। কিছুকাল পূর্বে দেশের শিক্ষিত বেকার তরুণদের জন্য সোনালী ব্যাংকের উদ্যোগে বিকল্প কর্মসূচীর যে প্রকল্পটি চালু করা হয়েছিল সে প্রকল্পটি ইতিমধ্যে বিশেষ সুফল প্রদান করেছে, একথা বলা যায়। তার ত্রুটি-বিচ্যুতি যাই থাক না কেন, মূল যে উদ্দেশ্য তরুণ বেকারদের মধ্যে কর্মের মর্যাদাবোধ প্রতিষ্ঠা করা এবং উদ্যোগী তরুণদের কর্মে উৎসাহদান, সে উদ্দেশ্যটি কার্যকর হচ্ছে। যে শিক্ষিত তরুণ-দের সরকারী অফিসে বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে করণিকের কাজই বলতে গেলে বাধ্য ছিল, তাঁদের মধ্য থেকেই বেরিয়ে এসেছেন এমন একদল মর্যাদাবান তরুণ যাঁরা স্কুটার, ট্যাক্সি, মিনিবাস চালনা শিক্ষা করে বিকল্প প্রকল্পের অধীনে প্রদত্ত এইসব যানবাহন চালনাকে নিজেদের জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। অনেকে এই প্রকল্পের অধীনে ক্লিনিক, রেষ্টুরেণ্ট প্রভৃতি পরিচালনার দায়িত্বও গ্রহণ করেছেন।

এই প্রসঙ্গেই আসে মেধাবী কিন্তু অভাব-গ্রস্ত শিক্ষার্থীদের শিক্ষা-ঋণ দানের প্রশ্ন। শিক্ষার বইপুস্তক, সাজ-সরঞ্জাম, খাওয়া-দাওয়া, বাসস্থান প্রভৃতির খরচ যেভাবে বছরের পর বছর বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে বাংলাদেশের একজন গরীব বা অল্পবিত্ত অভিভাবকের পক্ষে তার সন্তান মেধাবী হলেও তার শিক্ষার প্রয়োজনীয় খরচের যোগান দেয়া ক্রমাধিক পরিমাণে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ফলে উচ্চ শিক্ষা ক্রমাণ্বয়ে সমাজের বিত্তবান একটি অংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। এটি সমাজজীবনের সুস্থ বিকাশের জন্য আদৌ মঙ্গলজনক নয়। পরি-চর্যার মাধ্যমেই মাত্র মেধার বিকাশ ঘটতে পারে। এবং পরিচর্যার জন্য প্রয়োজন অর্থের। আজকের অবস্থাতে একটি ছাত্রের বিশ্ববিদ্যালয়ে তার শিক্ষা চালিয়ে যেতে প্রতিমাসে অন্ততঃ এক হাজার টাকার প্রয়োজন পড়ে। একটি পরিবারে কেবল একটি সন্তানই লেখাপড়া করে না। পরিবারের অপর সব চাহিদা মিটিয়ে এক বা একাধিক সন্তানের উচ্চশিক্ষার ব্যয়নির্বাহ করা ক'টি পরিবারের পক্ষে সম্ভব?

এমন অবস্থাতে মেডিক্যাল ও ইঞ্জিনীয়ারিংসহ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পাঠরত এবং পূর্ববর্তী পরীক্ষায় মেধার স্বাক্ষর রাখতে যারা সক্ষম হয়েছেন তেমন শিক্ষার্থীদের যথাসাধ্য আর্থিক সাহায্য করা সমাজ ও রাষ্ট্রের অবশ্য করণীয় হয়ে দাঁড়ায়। এরূপ সাহায্য ব্যতিরেকে গোড়াতে যে ছাত্র বা ছাত্রীটি মেধার পরিচয় দিয়েছে, পরবর্তী-কালে তার পক্ষে অর্থের অনটনে পড়াশোনা চালানো এবং মেধার বিকাশ করতে না পারাই স্বাভাবিক। এর ফলে দেশের কত সম্ভাবনাময় তরুণ যে অকালে সুস্থ জীবন থেকে ঝরে পড়ে এবং যারা ভবিষ্যতে সমাজ ও রাষ্ট্রকে তাদের বুদ্ধি, উদ্যোগ ও জ্ঞান দিয়ে সাহায্য করতে পারত, তারা সামাজিক জীবনে সম্পদের বদলে যে দায়েতে পর্যবসিত হয়, তার ইয়ত্তা নেই।

এই বিবেচনা থেকেই আমরা মনে করি, মেধাবী অভাবগ্রস্ত ছাত্রদের প্রয়োজনীয় পরিমাণে আর্থিক সাহায্যদান অপরিহার্য। একথা ঠিক যে, মেধাবী ছাত্রদের একটা অংশ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাদের মেধার ভিত্তিতে বিভিন্ন পরিমাণ স্কলারশীপ এবং ষ্টাইপেণ্ড আজকাল লাভ করে থাকে। কিন্তু তার সংখ্যা ও পরিমাণ যে আদৌ যথেষ্ট নয়, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। একদিকে অবশ্য প্রয়োজন রয়েছে মেধাবী ছাত্রদের এরূপ বৃত্তির পরিমাণ শিক্ষার খরচের বর্ধমান ভিত্তিতে বৃদ্ধি করা। কিন্তু তার সঙ্গে কেবল সাহায্য না করে মেধাবী অভাবগ্রস্ত ছাত্রদের ঋণ দানের কথাটিও ভাবা দরকার। এজন্য সোনালী ব্যাংক বিকল্প কর্মসূচীর ন্যায় একটি প্রকল্প তৈরী করেছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে প্রকল্পটি ধামাচাপা পড়ে আছে। বিকল্প কর্মসূচীতে যেমন নিযুক্ত কর্মীরা তাদের কাছে ঋণে দেয়া যানবাহন বা পুঁজিকে তাদের কাজ বা ব্যবসা দ্বারা ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানকে ফেরত দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকে তেমনি অভাবী মেধাবী ছাত্রদের কাছ থেকেও ব্যাংকের এরূপ প্রতি-শ্রুতি গ্রহণের ব্যবস্থা ছিল যে, তাদের শিক্ষা সমাপ্তির জন্য প্রদত্ত ঋণের টাকা তারা শিক্ষা-শেষে প্রাপ্ত জীবিকা থেকে কালক্রমে পরিশোধ করে দেবে। এমা প্রতিশ্রুতিতে ঋণের যে কিছুটা ঝুঁকি না থাকবে তা নয়। কিন্তু ঝুঁকি বাদে কোন মহৎ কাজেরই উদ্যোগ গ্রহণ করা চলে না। তাছাড়া, ঋণপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ঋণের টাকা ফেরত পাওয়ার নিশ্চয়তা অধিকতর বৃদ্ধি পাবে যদি ঋণদাতা প্রতিষ্ঠান এইসব ছাত্রের জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের কর্মসূচীও গ্রহণ করেন। তখন ঋণপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের এই 'বিকল্প' ধরণের কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করে কিংবা বিকল্প কর্মসূচী-বহির্ভূত অপর যেকোন ক্ষেত্রে প্রাপ্ত জীবিকার আয় থেকে তারা তাদের ঋণ পরিশোধ করতে সক্ষম হবেন। মোট কথা, শিক্ষাবিদদের উত্থাপিত শিক্ষা ঋণ প্রকল্প প্রবর্ত-নের প্রস্তাবটি সরকার, ব্যাংক এবং অপরাপর অর্থকরী প্রতিষ্ঠানের সবিশেষ বিবেচনার দাবী রাখে। প্রাথমিকভাবে সোনালী ব্যাংকের কর্ম-সূচীটি পুনরুজ্জীবিত করে সীমিত পরিসরে হলেও কাজ শুরু করা যায় এবং করা দরকার।